মানুষের সভ্যতা

আদিপুস্তক ৪ অধ্যায় ১৬-২৬পদ

গত সপ্তাহে আমরা দেখেছি কয়িন কীভাবে ভাই হেবলকে হত্যা করার কথা এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু মাটি থেকে হেবলের রক্তের কান্নার প্রতি ঈশ্বর দৃষ্টি দিয়েছিলেন। এর শাস্তিস্বরূপ, ঈশ্বর সেই মাটি থেকে কয়িনকে নির্বাসিত করলেন, এবং সে পৃথিবীতে পলাতক ও যাযাবরের জীবনযাপনে বাধ্য হল। তবুও ঈশ্বর কয়িনকে সুযোগ দিয়েছিলেন যেন সে নিজের পাপ-স্বীকার করে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসতে পারে। তাই, কয়িনকে চেনবার জন্য ঈশ্বর কয়িনের দেহে একটি প্রতীক চিহ্ন দেন ও ঘোষণা করেন, ***"যে কয়িনকে হত্যা করবে, তাকে সাতগুণ প্রতিফল দেওয়া হবে"*** (আদি ৪.১৫)।

আজ আমরা এর পরবর্তী যে অংশ পাঠ করেছি, তার প্রথমেই দেখতে পাই যে, কয়িন ঈশ্বরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এদন উদ্যানের পূর্ব দিকে 'নোদ' দেশে বসবাস শুরু করল। 'নোদ' শব্দের অর্থ "উদ্দেশ্যবিহীনভাবে এখানে ওখানে যাতায়াত।" এই নাম থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, কোনদিনই কয়িন স্থায়ীভাবে কোথাও বাস করতে পারবে না। এখন কয়িন যে এইভাবে ঈশ্বরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে 'পরিভ্রমণের দেশে' বসবাস শুরু করল, এর জন্য দায়ী কে? কয়িনের দিক থেকে এর উত্তর খুবই সহজ, "ঈশ্বর এর জন্য দায়ী, তিনি আমাকে এমন পথ বেছে নিতে বাধ্য করেছেন।" কিন্তু এ কথা সত্য নয়, কারণ ঈশ্বর এই সমস্যার সৃষ্টিকারী নন, তিনি কেবল সমস্যার বর্ণনাকারী। কয়িন যখন নিজের ভাই হেবল সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলেছিল, তখন ঈশ্বর তাকে কেবল প্রশ্ন করেছিলেন, তার মিথ্যা আচরণকে তুলে ধরেছিলেন, এবং তার হত্যাকাণ্ড কে প্রকাশ করেছিলেন। এইভাবে, ঈশ্বর যখন কয়িনকে তার অপরাধের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, তখন কয়িন পারত সেই অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ঈশ্বরের কাছে পাপ-স্বীকার করে ক্ষমা লাভ করতে। কিন্তু কয়িন তা করেনি, সে সেই অপরাধবোধ নিয়েই জীবন-যাপন করার সিদ্ধান্ত নেয় -- পাপ, অন্ধকার ও ঈশ্বরবিহীন জীবন-যাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। কারণ কয়িন উপলব্ধি করেছে যে, ঈশ্বরের সামনে থাকার অর্থ, তার পাপ বা অপরাধের নগ্ন প্রকাশ, যা ঢাকতে তার এত প্রচেষ্টা। তাই, কয়িন ঈশ্বর তথা নিজের বিবেকের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। অর্থাৎ, ঈশ্বর নন, কয়িন নিজেই তার এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী।

এইভাবে, কয়িন যখন পাপ, অন্ধকার ও ঈশ্বরবিহীন জীবনকে বেছে নেয়, তখন হয়ত আমরা তার জীবনের পরিণতির একটা ছবি আঁকতে পারি। আমরা আশা করতে পারি, কয়িন হবে হতভাগ্য, চরম দূর্দশাগ্রস্ত, নিঃসঙ্গ, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং সমস্ত বিষয়ে ব্যর্থ। কিন্তু তা ঘটেনি। বাইবেল সাক্ষ্য দেয় যে কয়িন কেবল বিয়ে করে সন্তানদের জন্ম দেওয়া নয়, নগর পত্তন পর্যন্ত করেছিল (১৭ পদ)। কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয় যে পৃথিবীর মাটিতে প্রথম নগর এবং নগরের জীবন স্থাপিত হয়েছিল, তা এমন একজনের দ্বারা যে ছিল ভ্রাতৃহত্যার দায়ে অভিযুক্ত এক অপরাধী। অতএব, খুব স্বাভাবিক কারণেই আশা করা যায় যে, এমন ঈশ্বর-বিদ্বেষী ব্যক্তির দ্বারা যে সভ্যতা বা সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছে, তা বিভিন্ন সমস্যায় পরিপূর্ণ হবে। আজ পৃথিবীর মাটিতে আমরা যে সমস্ত সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্যার মোকাবিলা করে চলেছি, তা কয়িনের দ্বারা নগর পত্তনের সময় থেকেই আমাদের ধাওয়া করে আসছে।

প্রকাশিত বাক্য ২১ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই যে, প্রথম আকাশ ও প্রথম পৃথিবী লুপ্ত হবার পর, স্বর্গ থেকে ঈশ্বরের কাছ থেকে পবিত্র নগরী নতুন জেরুশালেম নেমে আসবে। এই পবিত্র নগরের স্বপ্ন আমরা বাইবেলের সর্বত্র দেখতে পাই। ইব্রীয় ১১.১০ পদে বলা হয়েছে, অব্রাহামের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল "সেই স্থায়ী নগরের দিকে, যার ভিত্তি সুদৃঢ় এবং স্বয়ং ঈশ্বর যার স্থপতি ও নির্মাতা।" অর্থাৎ, মানুষের ইতিহাসের প্রথম থেকেই ঈশ্বর-নির্মিত এই নগরের জন্য প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু একই সঙ্গে আরও একটি সত্য আমরা বাইবেলে দেখতে পাই। তা হল, ঈশ্বর-নির্মিত

নগর ও মানুষের তৈরী নগরের মধ্যে তুলনা। ঈশ্বর-নির্মিত নগর, স্বর্গীয় জেরুশালেম এখনও আমাদের মধ্যে আসেনি। কারণ, মানুষ আমরা এখনও সেই নগরে বসবাসের উপযুক্ত হইনি। ঈশ্বর চান, প্রথমে আমাদের প্রাথমিক সমস্যার (নিজের ইচ্ছানুসারে কাজ করা এবং ঈশ্বরের ক্ষমতাকে অবজ্ঞা করা) সমাধান করতে, এবং তারপর নগর নির্মাণ করে একে অন্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ জীবনের অধিকারী করতে। কিন্তু মানুষ আমরা এর ক্রমকে উল্টে দিয়েছি) আমরা আমাদের প্রাথমিক সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে নগর নির্মানকেই প্রাধান্য দিয়েছি। যার ফলস্বরূপ আমাদের তৈরী সভ্যতার ইতিহাসের পাতায় পাতায় হিংসা, ষড়্যন্ত্র, সামাজিক অন্যায়-অবিচার, এবং রক্তপাত স্থান পেয়েছে।

পাপে পতিত মানুষ আমরা অপেক্ষা করতে জানি না, আমরা সমস্ত বিষয় চটজলদি লাভ করতে চাই। ঈশ্বর মনোনীত পদ্ধতিতে পাপ-সমস্যার সমাধানের জন্য অপেক্ষা করা নয়, কিন্তু কয়িনের মত ভাই-এর রক্তে অভিশপ্ত মাটিতে এখনই নগর গড়ে পাপকে ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা। এইভাবে, বোকার মত আমরা বালির উপর আমাদের ঘর তৈরী করি, নগর নির্মান করি, সভ্যতার গর্ব করি। সঙ্গে সঙ্গে, এই নগরের ভিতরের কদর্য চেহারাকে ঢাকতে আমরা বাহ্যিক সৌন্দর্যের আশ্রয় নিই। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন অবদানকে আশ্রয় করে আমরা আমাদের নগর নির্মাণ করি। কয়িন ও তার বংশধরেরা এই পথকেই বেছে নিয়েছিল (১৮-২২ পদ)। ২০ পদে বলা হয়েছে, **"যাবল ছিল শিবির নিবাসী পশুপালকদের আদিপুরুষ।"** পশুপালন ছিল প্রাচীনকালে ধন-সম্পত্তির অধিকারী হবার একটি পথ। পালে পশুদের সংখ্যা দিয়ে তাদের ধনের মূল্যায়ন করা হত। খাদ্য, বস্ত্র বা যাতায়াতের উপায় হিসাবে পশুদের ব্যবহারের দ্বারা কয়িনের বংশধরেরা হল বর্তমান সভ্যতার অর্থনীতিবীদদের পূর্বপুরুষ। ২১ ও ২২ পদে বলা হয়েছে, যাবলের ভাই যুবল ছিল বীণা ও বংশীবাদকদের আদিপুরুষ। অর্থাৎ সে ছিল প্রথম কলাশিল্পী, সমস্ত প্রেরণাদায়ক সঙ্গীতবিদ্যার ধারক। আবার ২২ পদে বলা হয়েছে, তুবল-কয়িন ছিল পিতল ও লোহার কারিগরদের আদিপুরুষ। অর্থাৎ, সে ছিল প্রথম বিজ্ঞানী বা প্রযুক্তিবিদ।

অর্থাৎ, কয়িনের তৈরী নগর ছিল আধুনিক নগরের সমস্ত বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষে পরিপূর্ণ। ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করে এমন উৎকর্ষ লাভ করায়, কয়িন তার সন্তানদের নামকরণে ঈশ্বর-বিদ্বেষ প্রকাশ করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, 'ইরাদ' নামের অর্থ "সাক্ষ্যদানের নগর"। অর্থাৎ, মানুষের অবদানকে স্মরণ করে "মানুষের গৌরবের পক্ষে সাক্ষ্য"। 'মেহূযায়েল' নামের অর্থ "ঈশ্বর কত্তৃক প্রহারিত," যে নামের দ্বারা ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করে বলতে চাওয়া হয়েছে যে, "যদিও ঈশ্বর আমাকে আঘাত করেছেন, তথাপি আমি সাফল্য অর্জন করব"। 'মেথুশায়েল' নামের অর্থ "ঈশ্বরের মৃত্যু।" 'লেমেক' নামের অর্থ "শক্তিশালী" বা "কঠিন"। 'যাবল' নামের অর্থ "পরিভ্রমণকারী" এবং 'যুবল' নামের অর্থ "বাদ্য-বাদক"।

এইভাবে, কয়িন ও তার বংশধরেরা একদিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিভিন্ন বিকাশের মাধ্যমে মানুষের তৈরী নগরকে বাহ্যিক সৌন্দর্যে সুন্দর করে তাঁর বা তাদের অপরাধবোধকে ঢাকতে চেয়েছে; এবং অন্যদিকে কয়িন সন্তানদের নামকরণের দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছে। কিন্তু এর দ্বারা পাপ বা পাপের সমস্যার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হয়নি। পাপ তাদের জীবনকে নতুন আকারে আক্রমণ করেছে। ১৯ পদে বলা হয়েছে, **"লেমক দুই স্ত্রী গ্রহণ করেছিল; একজনের নাম আদা, অন্যজনের নাম সিল্লা।"** বাইবেলে এই প্রথম আমরা 'বহূবিবাহের' কথা পাই। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, ঈশ্বর-বিদ্বেষী সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যৌন-অপরাধ বৃদ্ধি পেয়েছে। কেবল তাই নয়, মানুষের কু-প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিয়ে একদিকে যেমন বহূবিবাহকে সমর্থন করা হয়েছে; ঠিক অন্যদিকে, নরহত্যার পক্ষেও অজুহাত দেখানো হয়েছে। ২৩ পদে লেমক তার স্ত্রীদের বলেছে, "যে আমাকে আঘাত করেছিল, আমি তাকে বধ করেছি; যে আমাকে প্রহার করেছিল, আমি তাকে হত্যা করেছি।" এই কথার দ্বারা লেমক তার হিংসার কাজের পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছে। কেবল তাই নয়, সে দাবী করেছে "যদি ঈশ্বর কোন বিচার ছাড়া হেবলের হত্যাকারীকে সাতগুণ প্রতিফল

দিতে পারেন; তাহলে আমার হত্যাকারীকে সাতাত্তর গুণ প্রতিফল পেতে হবে।" অর্থাৎ, নিজের অধিকার রক্ষার্থে হিংসার আশ্রয় নেবার যুক্তিকে লেমকের সময় থেকেই মানুষ গ্রহণ করেছে। এইভাবে, পাপ সমস্যার সমাধান না করে গড়ে ওঠা সভ্যতা মানুষের জীবনকে সুখের লোভ দেখিয়ে দূর্বিষহ করেছে। কয়িনের মাধ্যমে মানুষের তৈরী যে নগরের সূচনা হয়েছিল, তার পরিণতি আমরা আদি ৬.৫ পদে দেখতে পাই, "পৃথিবীতে মানুষের দুষ্কর্ম অত্যধিক বেড়ে গেছে। তাদের অন্তর সারাক্ষণ কেবল মন্দ চিন্তা ও কল্পনায় ব্যাপৃত।" শেষপর্যন্ত এই দুষ্কর্ম এমন বৃদ্ধি পায় যে ঈশ্বর জলপ্লাবনের দ্বারা তাদের ধবংস করতে বাধ্য হন (৬ অধ্যায়)। আমরা যীশুর কথা মনে রাখব, "সারা জগতের মালিকানা লাভ করেও যদি কেউ নিজের প্রাণ হারায়, তাতে তার কী লাভ?" (মার্ক ৮.৩৬)। কয়িন স্বেচ্ছায় ঈশ্বরকে অস্বীকার ও অবজ্ঞা করে, ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে নগর পত্তন করেছিল। সেই নগর জগতের দৃষ্টিতে মহান নগরে পরিণতও হয়েছিল। কিন্তু তার দ্বারা কি তার প্রাণ রক্ষা পেয়েছিল?

কয়িনের এই উদ্ধত ভঙ্গিমা ও আচরণ কিন্তু ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে থামাতে পারেনি। ২৫ ও ২৬ পদে আমরা দেখতে পাই, "হেবলের পরিবর্তে ঈশ্বর আদম ও হবাকে আরও এক পুত্র, শেথকে উপহার দিলেন। হেবলের ও এক পুত্র হল, যার নাম রাখা হল ইনোশ। তখন থেকে লোকে ঈশ্বরের নামে আরাধনা করতে শুরু করল।" 'শেথ' নামের অর্থ "নিযুক্ত"। হেবলের মৃত্যুতে যে শূন্যস্থানের সৃষ্টি হয়েছিল, শেথ সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করার জন্য নিযুক্ত হল। কোন ঈশ্বর ভক্তের মৃত্যুতে, তার মাধ্যমে ঈশ্বরের যে কাজের শুরু হয়েছিল, সেই কাজের সমাপ্তি হয় না; কারণ, ঈশ্বর নতুন ব্যক্তিতে তোলেন। হেবল প্রকৃত ঈশ্বর আরাধনা শুরু করেছিল, শয়তান কয়িনের মাধ্যমে যদিও হেবলকে হত্যা করেছিল, ঈশ্বর কিন্তু তাঁর আরাধনার কাজ হেবলের মৃত্যুতে শেষ হতে দেননি, তিনি শেথকে তুললেন, যার মাধ্যমে ঈশ্বর আরাধনার কাজ এগিয়ে চলল। ওয়েষ্টমিন্স্টার অ্যাবিতে মেথোডিষ্ট মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা জন ওয়েস্লির কবরের উপর লেখা আছে, "ঈশ্বর তাঁর কার্যকারীকে কবর দেন, কিন্তু তিনি তাঁর কার্যকে এগিয়ে নিয়ে যান।"

শেথের বংশধরেরা কয়িনকে অনুসরণ করেনি। পরিবর্তে, তারা সরাসরি ঈশ্বরের নামে আরাধনা করতে শুরু করে। এরদ্বারা তারা স্বীকার করেছিল যে, প্রথমে আমাদের প্রয়োজন ঈশ্বর কর্তৃক আন্তরিক সুস্থতা; তারপর জীবনের অন্যান্য প্রয়োজন। জীবন-যাপনের পূর্বে আমাদের জীবন থেকে ক্যানসারকে দূর করতে হবে। সমগ্র বাইবেলে এই একই সত্য বারংবার আমাদের চোখে পরে। আমরা কোন্ পথকে বেছে নেব? কয়িনের পথ ঈশ্বর-বিদ্বেষের দ্বারা পাপের পথে, জগতের পথে মিথ্যা সুখ লাভের চেষ্টা? না শেথের পথ? ঈশ্বর-আরাধনার দ্বারা পাপ ক্ষমা পেয়ে প্রকৃত আধ্যাত্মিক সুখ লাভ। যীশু তাঁর শিক্ষায় একে চওড়া পথ ও সরু পথের সঙ্গে তুলনা করেছেন (মথি ৭.১৩-১৪)।

পৃথিবীর মাটিতে বিলাস, প্রাচূর্য, আরাম, নাম বা অবদানের হাতছানি আমরা প্রত্যেকেই উপলব্ধি করে থাকি। একথা ঠিক নয় যে, খ্রীস্টবিশ্বাসীরা এই সমস্ত বিষয় ব্যবহার করতে পারে না। পৌল আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, আমরা যেন জগতের বিভিন্ন বিষয়ের সদ্ব্যবহার করি, অ-সদ্ব্যবহার নয় (১ করি ৯ অধ্যায়)। আবার শাস্ত্র আমাদের পরিষ্কার শিক্ষা দেয়, "তোমরা এই জগত সংসারে ও তার কোন কিছুতে আসক্ত হয়ো না। সংসারে যে আসক্ত, পিতার ভালবাসা তার হৃদয়ে নেই" (১ যোহন ২.১৫)। কয়িনের মত জাগতিক সুখই যদি আমাদের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হয়, কয়িনের মত আমাদের বিনষ্টতা অবশ্যম্ভাবি। কারণ নিজেদের শক্তিতে যদি আমরা আমাদের জীবনকে বাঁচাতে চাই, আমরা তা হারাব (মথি ১৬.২৪-২৫)। পরিবর্তে যীশুতে বিশ্বাস করলে আমরা রক্ষা পাব (প্রেরিত ১৬.৩১)।